গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা

মার্চ/২০১৬ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন
সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
তারিখ : ৩১.০৩.২০১৬ খ্রিঃ
সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ (৮ম তলা), রেলভবন, ঢাকা।

০২। উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট - 'ক'

০৩। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। এরপর গত ২৮.০২.১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হওয়ায় তা দৃঢ়করণ করা হয়। অতঃপর সভাপতি আলোচ্যসূচি উপস্থাপনের অনুরোধ জানালে উপ-সচিব (প্রশাসন) আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন।

০৪। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(ক) ভূমি সংক্রান্ত বিষয়সমূহঃ

<table>
<tr><th>ক্রঃনং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>৪.১</td><td>বাংলাদেশ রেলওয়ের জমিতে অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম।</td><td>যুগ্ম-সচিব (ভূমি) জানান যে,

বাংলাদেশ ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে রেল লাইনের ২ পার্শ্বের অবৈধ স্থাপনা/দখল নিয়মিতভাবে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। বিগত ৬মাসে রেলওয়ের জমিতে অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরূপঃ

<table>
<tr><th rowspan="2">মাসের নাম</th><th colspan="3">উদ্ধারকৃত জমির পরিমান (একর)</th></tr>
<tr><th>পূর্বাঞ্চল</th><th>পশ্চিমাঞ্চল</th><th>মোট</th></tr>
<tr><td>সেপ্টেম্বর/২০১৫</td><td>৫.৩৩</td><td>৪.৪৬</td><td>৯.৭৯</td></tr>
<tr><td>অক্টোবর/২০১৫</td><td>৪.৭৭</td><td>২.০৭</td><td>৬.৮৪</td></tr>
<tr><td>নভেম্বর/২০১৫</td><td>১০.৩৬</td><td>১৭.০৩</td><td>২৭.৩৯</td></tr>
<tr><td>ডিসেম্বর/২০১৫</td><td>৭.৯৪</td><td>৫.৭৩</td><td>১৩.৬৭</td></tr>
<tr><td>জানুয়ারি/২০১৬</td><td>৪.৯৮</td><td>৫.৫৬</td><td>১০.৫৪</td></tr>
<tr><td>ফেব্রুয়ারি/২০১৬</td><td>৩.১৬</td><td>৩১.৮৩</td><td>৩৪.৯৯</td></tr>
<tr><td>৬ মাসে মোট</td><td>৩৬.৫৪</td><td>৬৬.৬৮</td><td>১০৩.২২</td></tr>
</table>
উল্লেখ্য, অতি:সচিব(প্রশাসন) এঁর সভাপতিত্বে গত ২৩.০৩.২০১৬ তারিখে উচ্ছেদ কার্যক্রম, রাজস্ব আদায়, সার্টিফিকেট মামলা নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ডিজি, বিআর জানান যে,

(২) প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে পূর্ববর্তী মাসের উচ্ছেদ কার্যক্রমের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।

(৩) রেলওয়ে উচ্ছেদ কার্যক্রমের জন্য বুলডোজার ক্রয়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা গ্রহণের জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

(৪) রেলভূমিতে অবৈধভাবে স্হাপনকৃত বিলবোর্ডের তালিকা প্রনয়ণ করা হয়েছে। জুন/২০১৫ হতে অদ্যাবধি রেলভূমিতে অবৈধভাবে স্হাপিত পূর্বাঞ্চলে ১৪১টি এবং পশ্চিমাঞ্চলে ১৬টি সর্বমোট ১৫৭টি বিল বোর্ড অপসারণ করা</td><td>(১) ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে রেল লাইনের দুই পাশসহ বাংলাদেশ রেলওয়ে জমিতে অবস্থিত সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করতে হবে এবং উচ্ছেদকৃত জায়গা যাতে পুনরায় বেদখল না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

(২) প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে পূর্ববর্তী মাসের উচ্ছেদ কার্যক্রমের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(৩) রেলওয়ের উচ্ছেদ কার্যক্রমের জন্য বুলডোজার কেনার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) রেলভূমিতে অবৈধভাবে স্থাপনকৃত বিলবোর্ডের তালিকা করে উচ্ছেদ অব্যাহত রাখতে হবে।

(৫) স্টেশনসমূহ ভাসমান লোকজন এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের কাছ থেকে মুক্ত রাখতে হবে এবং এ বিষয়ে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।
(৬) প্রতিমাসে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য স্থানসহ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দিতে হবে।

(() উচ্ছেদ কার্যক্রমে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জিএমগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
(৮) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) প্রতি মাসে উচ্ছেদ কার্যক্রম, রাজস্ব আদায়, সার্টিফিকেট মামলা,বাজেট,</td><td>১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত), (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। জিএম (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৬। ডিআইজি, রেলওয়ে পুলিশ।
৭। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম)।</td></tr>
</table>

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		হয়েছে। তবে খুলনার ২টি বিলবোর্ডের ভূমির মালিকানা সংক্রান্ড় ব্যাপারে বিজ্ঞ আদালতে মামলা চলমান থাকায় অপসারণ করা যাচ্ছে না। রেলভূমিতে অবৈধভাবে বিলবোর্ড স্হাপনকারীগণ রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী হওয়ায় এবং যন্ত্রপাতির অপ্রাপ্যতার কারণে বিলবোর্ড অপসারণে বিলম্ব হচ্ছে। (৫) স্টেশনসমূহ ভাসমান লোকজন এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের কাছ থেকে মুক্ত রাখতে এবং এ বিষয়ে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার জন্য ইতোমধ্যেই জোনাল পর্যায়ে সংশিণ্টষ্টদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। গত ফেব্র"য়ারি/২০১৬ মাসে সর্বমোট ৯ (নয়) টি মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। (৬) উচ্ছেদ কার্যক্রমে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা গ্রহণের জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সিইও (পশ্চিম), রাজশাহীর অনুকূলে চলতি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে এ খাতে অতিরিক্তসহ মোট ৪৫.০০ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দের জন্য এডিজি (অর্থ)-কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে। এছাড়াও সিইও (পূর্ব), চট্টগ্রামের অনুকূলে চলতি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে এ খাতে অতিরিক্ত ৫০.০০ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দের জন্য এডিজি (অর্থ)-কে পত্র দেয়া হয়েছে। (৮) এলাকাভিত্তিক টিম গঠন করে উচ্ছেদকৃত স্হানসমূহ সপ্তাহে কমপক্ষে একটি টহল/পরিদর্শনের নির্দেশনা প্রদান এবং এ বিষয়ে স্টেশন মাস্টারকে দায়িত্ব প্রদান করার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। (৯) উভয় অঞ্চল প্রাপ্ত চাহিদার ভিত্তিতে সমন্বিত আকারে একখানা অধিযাচন রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। (১০) অবৈধ রেল ক্রসিংগুলোর আশে-পাশের দোকান উচ্ছেদ করার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/ রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। (১১) অবৈধ স্হাপনা করার সময় সংশিণ্টষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীরা যাতে বাধা প্রদান করেন সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা গ্রহণের জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি বাংলাদেশ রেলওয়ের সরকারী বাসাসমূহে অবৈধভাবে বসবাসকারীদের বির"দ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	জনবল সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম) নিয়ে সভা করবেন। (৯) মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম)কে এলাকা ভিত্তিক টিম গঠন করে উচ্ছেদকৃত স্থানসমূহ সপ্তাহে কমপক্ষে একটি টহল/পরিদর্শনের নির্দেশনা প্রদান করবেন এবং এ জন্য টীম গঠন করবেন। স্টেশনমাস্টারকে এ বিষয়ে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। (১০) ভূ-সম্পত্তি বিভাগের জনবল ঘাটতির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (১১) অবৈধ রেল ক্রসিংগুলির আশে পাশে দোকান উচ্ছেদ করতে হবে। (১২) অবৈধ স্থাপনা করার সময় সংশি- ষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীরা বাধা দিবেন। (১৩) রেলওয়ের সরকারী বাসাসমূহে অবৈধভাবে বসবাসকারীদের বির"দ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
৪.২	বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি ।	যুগ্ম-সচিব (ভূমি) জানান যে, ফেব্রুয়ারি/২০১৬ মাসে পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে কোন নতুন মামলা দায়ের হয়নি এবং কোন মামলা	(১) পেন্ডিং সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বকেয়া আদায়ের তৎপরতা জোরদার	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		নিষ্পত্তি হয়নি। উভয় অঞ্চলে মোট দায়েরকৃত মোট সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা ২৩৩টি, মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ১১১টি এবং মোট অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ১২২টি। ফেব্রুয়ারি/২০১৬ মাসে মোট আদায়কৃত টাকা ২,৬২,০৮১/- তন্মধ্যে পূর্বাঞ্চলে ১,৩২,০৮১/- টাকা এবং পশ্চিমাঞ্চলে ১,৩০,০০০/- টাকা। উভয় অঞ্চলে মোট দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ ১১,৫৫,৯৭,৪৭২/- টাকা। মোট অনাদায়ী টাকার পরিমাণ ১০,৩৯,৮৯,৭৫১/- টাকা। ডিজি, বিআর জানান যে, (১) পেন্ডিং সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সিইও (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/ রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। উভয় অঞ্চলের সার্টিফিকেট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাচারী ভিত্তিক দায়িত্ব বন্টন করা হয়েছে। বকেয়া আদায়ের তৎপরতা জোরদার করাসহ প্রয়োজনে নতুন মামলা দায়ের করার জন্য সিইও (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/ রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। (২) পূর্বাঞ্চলের ও পশ্চিমাঞ্চলের বিগত ০৬ মাস (জুন/১৫ ফেব্রুয়ারী/১৬) এর আদায় মাসওয়ারী নিম্নরূপ ঃ (অংকসমূহ লক্ষ টাকায়) এাস | পূর্বাঞ্চল | পশ্চিমাঞ্চল | মোট সেপ্টেম্বর/১৫ | ০.৯০ | ২.২৮ | ৩.১৮ অক্টোবর/১৫ | ২.১১ | ৪.৯১ | ৭.০২ নভেম্বর/১৫ | ৩.২২ | ১.৭৪ | ৪.৯৬ ডিসেম্বর/১৫ | ৫.১০ | ৪.৪২ | ৯.৫২ জানুয়ারী/১৬ | ১২৮.০১ | ২৮.০৮ | ১৫৬.০৯ ফেব্রুয়ারী/১৬ | ১.৩২ | ১.৩০ | ২.৬২ মোট = | ১৪০.৬৬ | ৪২.৭৩ | ১৮৩.৩৯ (৩) সিইও (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহী এবং আইন কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীসহ সংশিণ্ঢষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ে রেলওয়ের অবৈধ দখলকৃত জমি উচ্ছেদ ও দেওয়ানী মামলার বিষয়ে প্রতি মাসে সভা করার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। (৪) মহাপরিচালকের কার্যালয়ে একজন সিনিয়র আইন কর্মকর্তার পদসহ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গত ২১ মার্চ/২০১৬ তারিখে দাখিলকৃত Draft Final Report এ জনবল পুনঃনির্ধারণের প্রস্ড়াব করা হয়েছে। (৫) বাদী দি বাংলাদেশ রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিঃ এর নির্মাণ কাজ, পজেশন বিক্রয় এবং দখল হস্ড়ান্ড়রের কার্যক্রমের বিরুদ্ধে দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিঃ-বনাম- বাংলাদেশ রেলওয়ে এর	করতে হবে। প্রয়োজনে নতুন মামলা দায়েরের ব্যবস্থা নিতে হবে। বকেয়া উদ্ধারের পরিমাণ বাড়াতে হবে। (২) পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের বিগত ০৬ মাসের আদায় মাসওয়ারী ছকে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (৩) জিএম (পূর্ব/পশ্চিম) এর সভাপতিত্বে সিইও (পূর্ব/পশ্চিম), সংশ্লিষ্ট আইন কর্মকর্তা ও অন্যান্য সকলকে নিয়ে রেলওয়ের অবৈধ দখলকৃত জমি উচ্ছেদ সংক্রান্ত ও দেওয়ানী মামলার বিষয়ে প্রতিমাসে সভা আয়োজন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ পূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। দেওয়ানী মামলায় রেলের পক্ষে রায় হওয়া জমি যথাসময়ে দখলে নিতে হবে। (৪) বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালকের কার্যালয় রেলভবন ঢাকায় একজন আইন কর্মকর্তার পদ সৃজনের/পদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৫) দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিঃ, আন্তঃজেলা বাস মালিক সমিতি, কদমতলী এবং ধুম শুভপুর বাস মালিক সমিতি এর অবৈধভাবে দখলকৃত জমির বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ অনাদায়ী অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক ফলো-আপ প্রতিবেদন নিয়মিত প্রেরণ করতে হবে। (৬) বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাগণের কার্যালয়ে জনবল সংকট নিরসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। (৭) সমন্বয় সভার পূর্বে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাদের নিয়ে সভা করবেন।	৩। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত) (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৪। জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		মধ্যে মহামান্য হইকোর্ট বিভাগ, ঢাকায় চলমান রীট পিটিশন নং-৭৭৭৫/২০১০ মামলাটি দীর্ঘদিন শুনানীর পর গত ২৮.০১.২০১৬ তারিখে খারিজক্রমে রেলওয়ের অনুকূলে রায় ঘোষিত হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে এ দপ্তরের ০৬.০৩.২০১৬ তারিখের পত্রের মাধ্যমে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রায় অনুযায়ী ১৭,৮১০ বর্গফুট রেলভূমি হতে অবৈধ দখলদারকে জর"রিভিত্তিতে উচ্ছেদ করার জন্য জিএম (পূর্ব), চট্টগ্রামকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। (ক) আন্ড্রুজেলা বাস মালিক সমিতি, কদমতলী এবং ধুম শুভপুর বাস মালিক সমিতি এর অবৈধভাবে দখলকৃত জমির বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্হা গ্রহণসহ অনাদায়ী অর্থ আদায়ের বিষয়ে সিইও (পূর্ব), চট্টগ্রাম কর্তৃক গত ০৮.০৫.২০১৩ তারিখের পত্রের মাধ্যমে জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রামকে পৃথক পৃথকভাবে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে ফলো-আপ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সিইও (পূর্ব), চট্টগ্রাম-কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। (খ) প্রসঙ্গত চট্টগ্রামস্হ ধুম শুভপুর বাস, মিনিবাস এবং হিউম্যান হলার মালিক সমিতির ১৮.০৫.২০১৪ তারিখের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কদমতলী আন্ড্রুজেলা বাস মালিক সমিতির অনুকূলে বর্তমানে নির্ধারিত ৫.৪০ টাকা হারে ধুম শুভপুর বাস, মিনিবাস এবং হিউম্যান হলার মালিক সমিতির লাইসেন্স ফি'র হার পুনঃনির্ধারণের ব্যাপারে ১৬.০৯.২০১৫ তারিখে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর সভাপতিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় ৩টি সিদ্ধান্ড় গৃহীত হয় যথা- (১) ধুম-শুভপুর বাস-মিনিবাস-হিউম্যান হলার মালিক সমিতির অনুকূলে বরাদ্দকৃত ভূমির বর্গফুট ভিত্তিক ভাড়া সমতাকরণের কোন দরখাস্ড় মহাপরিচালকের সুপারিশসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে বিষয়টি মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ড় প্রদান করবে; (২) একই নীতিমালার আওতায় একই উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য একই শহরে ২টি সমিতিকে রেলভূমি বরাদ্দের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হারে ভাড়া নির্ধারণ করায় বর্তমান অচলাবস্হার সৃষ্টি হয়েছে।এ বিষয়ে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ের মতামত চাওয়া হয়; এবং (গ) কদমতলী আন্ড্রুজেলা বাস মালিক সমিতির এবং ধুম শুভপুর বাস-মিনিবাস-হিউম্যান হলার মালিক সমিতির নিকট পাওনা টাকা আদায়ের ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট মামলার বর্তমান অগ্রগতির প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সিইও (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রামকে অনুরোধ করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে এ দপ্তরের ১৮.১১.২০১৫ তারিখের পত্রের মাধ্যমে বর্ণিত সিদ্ধান্ড়সমূহের বাস্ড়বায়ন প্রতিবেদন রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর		

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		প্রেরণ করা হয়েছে।		
৪.৩	বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সংশোধনী নীতিমালা প্রণয়ন।	যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত) জানান যে, রেলওয়ে ভূ-সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নীতিমালার অতি:সচিব (প্রশাসন) মহোদয় কর্তৃক যাছাই-বাছাই করা হয়েছে। নীতিমালাটি অনুমোদনের জন্য অন্যান্য আনুষাঙ্গিক প্রক্রিয়া চলমান আছে।	বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য খসড়া নীতিমালা দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.৪	বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ।	যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত) জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমির বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌরকর পরিশোধের জন্য বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ অন্যান্য করণীয় বিষয়ে অতি:সচিব (প্রশাসন) এঁর সভাপতিত্বে ০৭-০৯-২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপঃ (ক) ভূমি সংস্কার বোর্ডকে অক্টোবর, ২০১৫ মাসের মধ্যে ২০০৫ সালের ৩০ জুনের পূর্বের ও ০১ জুলাই ২০০৫ এর পর হতে হালনাগাদ পর্যন্ত বকেয়া ভূমি উন্নয়ন করের দাবী রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অনুরোধ করা হয়; (খ) ভূমি সংস্কার বোর্ড কর্তৃক বকেয়া ভূমি উন্নয়ন করের দাবী প্রেরণ করার পর এ বিষয়ে অর্থ বিভাগে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ চেয়ে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; ভূমি সংস্কার বোর্ড হতে ১৮.০১.২০১৬ তারিখে একটি উপানুষ্ঠানিক পত্র পাওয়া গেছে। উক্ত পত্রে মোট ২৭৯,১১,৫৭,২১১/- (দুইশত উনাশি কোটি এগার লক্ষ সাতান্ন হাজার দুইশত এগার) টাকা বকেয়া ভূমি উন্নয়ন করের দাবীর কথা উল্লেখ করে পরিশোধের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। বিষয়টি সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে।	(১) ভূমি সংস্কার বোর্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে প্রেরণ পূর্বক যাচাই করে সঠিক দাবি নির্ধারণপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। (২) সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যাচাই করে প্রকৃত দাবি নির্ধারণ করতে হবে। (৩) রেলওয়ের ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রঃ), রেলপথ মন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। যুগ্ম-সচিব (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৬। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.৫	বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি আধুনিক পদ্ধতিতে সার্ভে করে Land Use Plan প্রণয়ন ।	যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত) জানান যে, Land Survey and Preparation of Land use plan তৈরী প্রকল্পের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে শেষ হয়েছে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে শেলটেক কনসালটেন্ট (প্রা:) লি: কর্তৃক একটি প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। দাখিলকৃত প্রতিবেদনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক বিস্তারিত তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করতে পারেন। ডিজি, বিআর জানান যে, ইতোমধ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Data base schema design, Integration of data base linking Mouza maps and Khatian এবং Design of LIS software সম্পন্ন করা হয়েছে। তবে বাংলাদেশ রেলওয়ের সংস্কার প্রকল্পের নিয়োজিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান অদ্যাবধি License of ArcGIS portal এবং ArcGIS Server বাংলাদেশ রেলওয়েকে হস্ড়	(১) বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি আধুনিক পদ্ধতিতে সার্ভে করে Land Use Plan প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প যথাসময়ে সমাপ্তের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২) পূর্বাঞ্চলের দাখিলকৃত ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন দ্রুত প্রদানের জন্য গঠিত কমিটি নির্ধারিত সময়ে প্রতিবেদন পেশ করবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত/ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। প্রকল্প পরিচালক (সংশ্লিষ্ট) ।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		ান্ড়র না করা, Windows Server license চালু (Activate) না করা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ArcGIS Desktop Software হসস্ড়ান্ড়র না করা এবং LIS Server (Windows Server) মাঝে মাঝে অর্থাৎ ১/২ ঘন্টা পর পর Turning off হওয়া ইত্যাদি কারণে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যসমূহ Digitation করার কাজ ব্যাহত হচ্ছে। উপরোক্ত সমস্যাগুলো সমাধান করা হলে ১ সপ্তাহের মধ্যেই পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত রেলভূমি সংক্রান্ড় ডিজিটালাইজড ডাটা License ArcGIS Software-তে প্রতিস্থাপন অর্থাৎ Software Interface সম্পন্ন করা সম্ভব হবে মর্মে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান জানান। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এপ্রিল ২০১৫ মাসে নমুনা হিসেবে দাখিলকৃত পূর্বাঞ্চলের (৫ সেট) চূড়ান্ড় প্রতিবেদন (Final Report) এ দপ্তরের ০৫.০৫.২০১৫ তারিখের পত্রের মাধ্যমে সিই (পূর্ব), সিইও (পূর্ব), ডিইও (ঢাকা ও চট্টগ্রাম) এর নিকট এবং ০৪.০১.২০১৬ তারিখের পত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রকৌশল/ভূ-সম্পত্তি/বাণিজ্যিক বিভাগ এর সংশি- ষ্ট কর্মকর্তাগণের নিকট প্রেরণপূর্বক পরীক্ষা-নিরীক্ষান্ড়ে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি এ বিষয়ে কোন কর্মকর্তার নিকট হতে পূর্ণাঙ্গ মতামত পাওয়া যায়নি। এছাড়াও গত ২৫.০৬.২০১৫ তারিখে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে Railway land survey and preparation of land use plan প্রণয়ন কাজের অগ্রগতির বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান শেলটেক কসালটেন্ট (প্রাঃ) লিঃ কর্তৃক দাখিলকৃত পূর্বাঞ্চলের চূড়ান্ড় প্রতিবেদন (Final Report) পর্যালোচনাপূর্বক এর ওপর মতামত/কমেন্ট/সংশোধনী প্রদান, প্রকল্পটি চূড়ান্ড় করণ ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের বিল পরিশোধের ব্যাপারে মতামত প্রদানের জন্য সিইও (পূর্ব)-কে আহবায়ক এবং এসিই/ট্র্যাক (পূর্ব), ডিইও (ঢাকা ও চট্টগ্রাম)-কে সদস্য করে ৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ড় গৃহীত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে এ দপ্তরের ০৯.১২.২০১৫ তারিখের পত্র এবং ১০.১২.২০১৫ তারিখের উপানুষ্ঠানিক পত্র এর মাধ্যমে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি গঠিত কমিটির প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মে ২০১৫ মাসে নমুনা হিসেবে দাখিলকৃত পশ্চিমাঞ্চলের (৫ সেট) চূড়ান্ড় প্রতিবেদন (Final Report) এ দপ্তরের ০১.০৬.২০১৫ তারিখের পত্রের মাধ্যমে সিই (পশ্চিম), সিইও (পশ্চিম), ডিইও (পাকশী ও লালমনিরহাট) এর নিকট এবং ০৪.০১.২০১৬ তারিখের পত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ের		

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		প্রকৌশল/ভূ-সম্পত্তি/বাণিজ্যিক বিভাগ এর সংশি- ষ্ট কর্মকর্তাসহ বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক/কারখানা, সৈয়দপুর এর নিকট প্রেরণপূর্বক পরীক্ষা-নিরীক্ষান্ড়ে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি এ বিষয়ে কোন কর্মকর্তার নিকট হতে পূর্ণাঙ্গ মতামত পাওয়া যায়নি। এছাড়াও গত ২৫.০৬.২০১৫ তারিখে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে Railway land survey and preparation of land use plan প্রণয়ন কাজের অগ্রগতির বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান শেলটেক কসালটেন্ট (প্রাঃ) লিঃ কর্তৃক দাখিলকৃত পূর্বাঞ্চলের চূড়ান্ড় প্রতিবেদন (Final Report) পর্যালোচনাপূর্বক এর ওপর মতামত/কমেন্ট/সংশোধনী প্রদান, প্রকল্পটি চূড়ান্ড় করণ ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের বিল পরিশোধের ব্যাপারে মতামত প্রদানের জন্য সিইও (পশ্চিম)-কে আহবায়ক এবং এসিই/ট্র্যাক (পশ্চিম), ডিইও (পাকশী ও লালমনিরহাট)-কে সদস্য করে ৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ড় গৃহীত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে এ দপ্তরের ০৯.১২.২০১৫ তারিখের পত্র এবং ১০.১২.২০১৫ তারিখের উপানুষ্ঠানিক পত্র এর মাধ্যমে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি গঠিত কমিটির প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। প্রসঙ্গত গত ২৮.০৫.২০১৫ তারিখে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মে ২০১৫ মাসের সমন্বয় সভায় পূর্বাঞ্চল/পশ্চিমাঞ্চল এর দাখিলকৃত Draft Final Report পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন দ্রুত প্রদানের জন্য যুগ্ম-সচিব (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়-কে আহবায়ক, সিইও (পূর্ব ও পশ্চিম) ও পরিচালক (প্রকৌশল)- কে সদস্য এবং প্রকল্প পরিচালক, জেডিজি (প্রকৌশল))-কে সদস্য সচিব করে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ড় গৃহীত হয়। গঠিত কমিটির প্রতিবেদন অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি।		
৪.৬	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর এলাকার ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি।	যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত) জানান যে, ঢাকা বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকার রেলভূমি নিয়ে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সাথে বিরোধ নিয়ে মাননীয় মন্ত্রী, রেলপথ মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে এবং মাননীয় মন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এর উপস্থিতিতে ২৬-০৬-২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটির প্রতিবেদন/সুপারিশ অনুযায়ী বিমানের জন্য জেট-১ ফুয়েল পরিবহনের নিমিত্ত সাইডিং লাইন নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ের অনুকূলে ৮.৩৬ একর ভূমি হস্তান্তরের জন্য সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়-কে গত ০১.০৪.২০১৫ তারিখে অনুরোধ করা হয়। পরবর্তীতে ০১.০৬.২০১৫ ও ১৯.১০.২০১৫ তারিখে তাগিদ প্রদান করা হয়। এ বিষয়ে মুখ্য	(১) বর্ণিত রেলওয়ের ভূমি কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যেন অবৈধভাবে দখল করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। (২) রেলওয়ের অনুকুলে ৬০ ফুট জায়গার দখল আপাতত নিতে হবে। (৩) বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আরেকটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার জন্য বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়কে পত্র দিতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। যুগ্ম-সচিব (ভূমি)/ (সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব)।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর সভাপতিত্বে গত ২২.০৭.২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায়ও উক্ত প্রকল্পের কাজ শুরু করার নির্দেশনা দেয়া হয়। সম্প্রতি এ বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এঁর সভাপতিত্বে মাননীয় রেলপথ মন্ত্রীর উপস্থিতিতে এবং সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের উপস্থিতিতে একটি সভা আহবানের অনুরোধ সম্বলিত পত্র প্রেরণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ডিজি, বিআর জানান যে, (১) বর্ণিত রেলভূমি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যেন অবৈধভাবে দখল করতে না পারে তা নিশ্চিত করার জন্য ডিইও (ঢাকা)-কে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।		
		(খ) সাধারণ প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়সমূহঃ		
৪.৭	বাংলাদেশ রেলওয়ের শূন্য পদে লোক নিয়োগ।	ডিজি, বিআর জানান যে, (২) স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে সততা ও নিরপেক্ষতার সাথে নিয়োগ কার্যক্রম চূড়ান্ড় করার জন্য উভয় অঞ্চলের জিএমগণকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। (৩) এ ব্যাপারে পরিকল্পনা মোতাবেক প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে নিযোগের অগ্রগতি জানানোর জন্য জিএমগণকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নব-নিয়োগ তরান্বিত করার জন্য উভয় অঞ্চলের জিএমগণকে একটি টাইমবাউন্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। সে মোতাবেক টাইমবাউন্ড কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সহকারী স্টেশন মাস্টার এর ২৭০ টি পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছে। বর্তমানে প্রাপ্ত আবেদন মোতাবেক আউট সোসিং-এর মাধ্যমে নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণের ব্যাপারে রেলপথ মন্ত্রণালয় প্রশাসনিক সিদ্ধান্ড় জ্ঞাপনের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়া ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৮৬ ক্যাটাগরির মোট ১৪৮৯ টি পদের ছাড়পত্রের জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয়ে চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে । (৪) নব-নিয়োগকৃত কর্মচারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ড় তথ্য পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। (৫) নব-সৃষ্ট ৩০০ টি এ এস এম পদে ১০০% পদ পূরণের জন্য ৭৬ টি এ এল এম গ্রেড-২ পদের ১০০% চাহিদা রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পয়েন্টসম্যান পদটি পদোন্নতি যোগ্য। (৬) রেলওয়ের প্রশিক্ষণ একাডেমির প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধির জন্য রেক্টর, আরটিএকে পরার্মর্শ দেয়া হয়েছে।	(১) নিয়োগ সংক্রান্ত চলমান মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তি করতঃ নিয়োগ সম্পাদন করতে হবে। (২) নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যথাযথ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে সততা ও নিরপেক্ষতার সাথে নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে। (৩) নিয়োগ কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (৪) নব নিয়োগকৃত কর্মচারিদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (৫) টেকনিক্যাল জরুরী ASM.LM.PM পদগুলির অবশিষ্ট ১০% পদ পূরণের ছাড়পত্র প্রদানের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে পত্র দিতে হবে। (৬) রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমীর প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধিকরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৭) সহকারী স্টেশন মাস্টার, লোকোমাস্টার, পয়েন্টসম্যান ইত্যাদি টেকনিক্যাল পদের ১০% পদ পূরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে ৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম) বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। যুগ্ম-সচিব (আইন)/(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৫। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪.৮	নিয়োগ বিধি প্রণয়ন।	সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) জানান যে, এ বিষয়ে সংশিণ্টষ্ট সকলের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। ডিজি, বিআর হতে জানানো হয়েছে যে, "বাংলাদেশ রেলওয়ের (ক্যাডার বর্হিভুত গেজেটেড কর্মকর্তা এবং নন-গেজেটেড কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪" রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্রনয়ন ও প্রেরণ করা হয়েছে। সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ড় মোতাবেক বর্তমানে এ নিয়োগবিধিসহ জনবল নির্ধারণ সংক্রান্ড় পিডি/রিফর্ম এর অধীনে নিয়োজিত কনসালটেন্ট কর্তৃত চুড়ান্ড় করা হচ্ছে।	(১) বাংলাদেশ রেলওয়ে নন-গেজেটেড কর্মচারিদের খসড়া নিয়োগ বিধির বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জবাব দ্রুত প্রস্তুত করে প্রেরণ করতে হবে এবং পরিচালক(সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবেন।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। উপ-সচিব (প্রশাসন) রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে ।
৪.৯	ক্যাডার কম্পোজিশন রুল্স প্রণয়ন এবং নিয়োগ বিধি প্রণয়ন।	সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) জানান যে, এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক চাহিত তথ্য অদ্যাবধি মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে পাওয়া যায়নি।	ক্যাডার কম্পোজিশন রুল্স ও নিয়োগ বিধি অনুমোদনের জন্য উপ সচিব (প্রশাসন) বিষয়টি মনিটরিং করবেন।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। উপ-সচিব(প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৪। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৫ ।উপ-পরিচালক/ই-১, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.১০	বাংলাদেশ রেলওয়ের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি।	উপ-সচিব (অডিট) সভায় অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে ফেব্রুয়ারি/২০১৬ কার্যক্রম সম্পর্কে নিম্নরূপ তথ্যাদি উপস্থাপন করেন। ফেব্রুয়ারি/২০১৬ পর্যন্ত অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৪,৬৯১ট। ফেব্রুয়ারি/২০১৬ মাসে নিষ্পত্তি হয়েছে ০টি। ফেব্রুয়ারি /২০১৬ পর্যন্ত মোট অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা-১৪,৬৯১টি । সাধারণ অনিষ্পন্ন-১৩,১৬৯টি অগ্রিম অনিষ্পন্ন - ৯২৬টি খসড়া অনিষ্পন্ন- ৫৯৬টি নিষ্পত্তিকৃত- ০টি নতুন আপত্তির সংখ্যা- ৭৪টি ডিজি,বিআর জানান যে, (১) ১৭-২-১৬ হতে ২৭-৩-১৬ তারিখ পর্যন্ড় ৫১ টি ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। (২) দ্বি-পক্ষীয় সভা করার লক্ষ্যে বিভাগীয় প্রধানগণকে পত্র লেখা হয়েছে এবং সভার কার্যক্রম অব্যাহত আছে। (৩) ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যক্রম চলমান আছে। (৪) নির্ধারিত ছক অনুযায়ী ব্রড জবাবের কার্যক্রম চলমান আছে। (৫) পিএ কমিটির সিদ্ধান্ড় অনুযায়ী বিভাগীয় প্রধানগণকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।	(১) প্রয়োজনীয় প্রমাণকসহ যথাসময়ে জবাব প্রদানপূর্বক অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব ও পশ্চিম) কে প্রতি মাসে অন্ততঃ দু'বার নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করতে হবে এবং কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। (৩) ত্রি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমেও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৪) অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রেরণ করতে হবে। (৫) বিভিন্ন সময়ে গঠিত জাতীয় সংসদের পি.এ কমিটিতে আলোচিত ও সিদ্ধান্ত গৃহীত ১৫৯টি অডিট আপত্তির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে জবাব/প্রতিবেদন আগামী ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়েকে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। উপ-সচিব (অডিট), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.১১	বাংলাদেশ রেলওয়ের পেনশন কেস নিষ্পত্তি।	ডিজি বিআর জানান যে, (১) এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জিএম (পূর্ব ও পশ্চিম) কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।	(১) পেনশন কেস প্রেরণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অডিট আপত্তি নেই এমন সার্টিফিকেট	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক,

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		(২) পেনশন কেস দ্রুততার সাথে নিষ্পন্ন করার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে মনিটরিং করা হচ্ছে। জানুয়ারি/২০১৬ মাসের জের ৩টি, ফেব্রুয়ারি/২০১৬ মাসে নতুন মামলা হয়েছে-৩৯টি এবং নিষ্পত্তি ০টি।ফেব্রুয়ারি /২০১৬ এর জের ৪টি। (৩) পেনশন কেসসমূহে যথাযথভাবে যাচাই বাছাই করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।	সংগ্রহপূর্বক পেনশন মঞ্জুর সম্পর্কে অফিস প্রধানের সুস্পষ্ট মন্তব্যসহ যথাযথভাবে পেনশন প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (২) পেনশন কেস দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (৩) ডিজি, বিআর এর দপ্তর হতে পেনশন কেসসমূহ যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.১২	বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি।	সিনিয়র সহকারী সচিব (শৃঙ্খলা) জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম বিধি মোতাবেক চলমান আছে। পূর্ব মাস হতে আগত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৫২টি, চলতি মাসে বিভাগীয় মামলা রুজু হয় ০টি। চলতি মাসে কোন মামলা নিষ্পত্তি হয়নি। ৬ মাসের উর্ধ্বে বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৪২টি, ৩ মাসের উর্ধ্বে বিভাগীয় মামলা ০৭টি, ০৩ মাসে বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ০৩টি, অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার মোট সংখ্যা ৫২টি, তদন্তাধীন মামলার সংখ্যা ৪৫টি। এ ছাড়া ডিজি, বিআর জানান যে, (১) বিভাগীয় মামলার গুনগতমান বজায় রেখে দ্রুত নিস্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। জানুয়ারি/২০১৬ মাসের জের ৩৩৩ টি, জানুয়ারি/২০১৬ মাসে নতুন মামলা হয়েছে ৩৯টি, নিষ্পত্তি হয়েছে ৩৯টি। ফেব্রুয়ারী/২০১৬ মাসের জের ৩৩৩ টি । (২) যে সকল বিভাগীয় মামলা ৬ মাসের অধিক পেন্ডিং রয়েছে সেগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সংশি- ষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।	(১) বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২) যে সকল মামলা ৬ মাসের অধিক পেন্ডিং রয়েছে সেগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। সিনিয়র সহকারী সচিব (শৃঙ্খলা), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.১৩	পরিদর্শন।	ডিজি, বিআর জানান যে, সংস্থার প্রধান ও বিভাগীয় প্রধানগণ ম্যানুয়াল অনুযায়ী নিজ নিজ অফিস পরিদর্শনসহ মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন অব্যাহত রেখেছেন।	(১) ‘সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪’ মোতাবেক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ নিজ শাখা/অধিশাখা পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন । (২) সংস্থার প্রধান ও বিভাগীয় প্রধানগণ ম্যানুয়াল অনুযায়ী নিজ নিজ অফিস পরিদর্শনসহ মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন অব্যাহত রাখবেন এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।	১। রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা। ২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব ও পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে ।
৪.১৪	ওয়েব সাইট তৈরি ও ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান।	মন্ত্রণালয়ের প্রোগ্রামার জানান যে, (১) রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট করা হয়। (২)অত্র মন্ত্রণালয়ের e-filing system চালু করণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ডিজি, বিআর জানান যে, (১) বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েব সাইটটি প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত দ্বারা নিয়মিত আপডেট	(১) মন্ত্রণালয় ও রেলওয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট করতে হবে। (২) মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়েতে e-filing system চালু করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো/অপারেশন/ রোলিং স্টক/ অর্থ/এমএন্ডসিপি), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		করা হচ্ছে এবং আপডেট কার্য চলমান। (২) সিএসটিই (টেলিকম) শাখায় e-filing system চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ইন্টারনেটে সংযোগ গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যন্ত্রপাতি সংগ্রহপূর্বক সহসাই e-filing system চালু করা যাবে।		৪। যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। প্রোগ্রামার, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.১৫	জিআরপিএর কার্যক্রম।	ডিআইজি, জিআরপি জানান যে, রেলওয়ে রেঞ্জ চট্টগ্রাম ও সৈয়দপুর রেলওয়ে জেলার পুলিশি অভিযান ও মোবাইল কোর্টে ফেব্রুয়ারি/২০১৬ মাসের মামলার সংখ্যা মাদকদ্রব্য-৩৭, চোরাচালানী-১১, জিডির-৪৩ এবং গ্রেফতারের সংখ্যা মাদকদ্রব্য-৩৯ জন, চোরাচালান-১৪ জন। ডিজি, বিআর জানান যে, (২) সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে চলাচলকারী ট্রেনসমূহে জেলা চোরাচালান নিরোধ টাস্কফোর্সের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। রেলপথ দিয়ে যাতে অবৈধ অস্ত্র ও চোরাচালানী পণ্য পরিবাহিত হতে না পারে সে জন্য রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী'র সদস্যগণকে ইয়ার্ড এবং স্টেশনের দায়িত্ব পালনের সময় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যগণ যাত্রীবাহী ট্রেনের জিআরপি'র সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। এছাড়া নিরাপত্তা বাহিনীর অফিসার ও প্রহরীদের সহায়তা নিয়ে বাণিজ্যিক বিভাগ কর্তৃক মাঝে মধ্যে রেলপথে চোরাচালান প্রতিরোধে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। (৩) বর্তমানে রেলওয়ে এলাকায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হচ্ছে। মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে বিনা টিকেটে ট্রেন ভ্রমণ, ট্রেনের ছাদে/ইঞ্জিনে ভ্রমণ, ছিনতাই, মাদকসেবী, চোরাকারবারী, মাদক পাচারকারী ও টিকিট কালোবাজারী রোধকল্পে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। (৪) জিআরপি ও আরএনবি 'র সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে যাত্রীদের ছাদে ভ্রমণ প্রতিরোধ ও স্টেশনসমূহ হকারমুক্ত রাখার জন্য জোনাল পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। (৫) বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রাফিক বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন ট্রেনে নিয়মিতভাবে টিকেট চেকিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ রেলওয়েতে পরিচালিত টিকেট চেকিং কার্যক্রমের সর্বশেষ ফলাফল। হিসাব বিভাগের টিটিইগণের ডিসেম্বর/ ২০১৫ মাসের অর্জিত আয়ের বিবরণী। (৬) স্থানীয় জিআরপি অফিস হতে প্রাপ্ত চাহিদা মোতাবেক স্থানীয় পর্যায়ে সংশিণ্টষ্ট বিভাগের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই এর কাজ চলছে, প্রতিবেদন	(১) রেলওয়ে আইন, ১৮৯০ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনীর নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত কমিটি গঠণ করা হয়েছে: (ক) জনাব মুহাম্মদ আকবর হুসাইন, যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন/সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয় - আহবায়ক। (খ) ডিআইজি, রেলওয়ে রেঞ্জ, ঢাকা -সদস্য। (গ) পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে - সদস্য । **কমিটির কার্যপরিধিঃ** কমিটি আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে রেলওয়ে আইন ১৮৯০ এর অপরাধের প্রতিকারের নিমিত্তে জরিমানার পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সংশোধনীর প্রস্তাবসহ প্রতিবেদন আগামী সভার পূর্বে পেশ করবে। (২) ট্রেনে অস্ত্র, মাদকসহ অন্যান্য চোরাইমাল পরিবহণ প্রতিরোধকল্পে আরএনবি'র সাথে সমন্বয় পূর্বক জিআরপির নজরদারি ও তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে। তাছাড়া, ট্রেন চালকদের নিরাপত্তাসহ ট্রেনে চেইন টেনে ও হুইস পাইপ খুলে অনির্ধারিত স্থানে চোরাকারবারীরা যাতে ট্রেন থামাতে না পারে এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। (৩) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ে ও জিআরপির দুই বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশিণ্টষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের অবহিত রেখে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। (৪) জিআরপি ও আরএনবির সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে যাত্রীদের ছাদে ভ্রমণ প্রতিরোধ ও স্টেশনসমূহ হকারমুক্ত রাখার ব্যবস্থ গ্রহণ করতে হবে। (৫) বিভিন্ন স্টেশনে Third Gender - দের (হিজড়া) দৌরাত্ম ও বিরক্তিকর কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। (৬) প্রতি মাসের ১০ তারিখের	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন)(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। ডিআইজি, রেলওয়ে রেঞ্জ। ৪। পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম)।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		পাওয়ার পর এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। (৭) টিকেট কালোবাজারি রোধে স্টেশনে কর্মরত বুকিং সহকারীদের ০৩ (তিন) বৎসর চাকুরি পূর্ণ হলে তাদেরকে নিয়মিত বদলির জন্য সংশিণ্টষ্টদের ইতোমধ্যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।	মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের মাসিক টিকেট চেকিং ও আয়ের তথ্য একাউন্টস্ ও পরিবহণ ডিপার্টমেন্টকে একই ছকে সমন্বিতভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (৬) মহাব্যবাস্থাপক(পূর্ব/পশ্চিম) এক সপ্তাহের মধ্যে জিআরপির আবাসনের জন্য জায়গার ব্যবস্থা করে দিবেন। (৭) টিকেট কালোবাজারি রোধে স্টেশনে কর্মরত বুকিং সহকারীদের ০৩ (তিন) চাকুরি পূর্ণ হলে তাদেরকে নিয়মিত বদলির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
৪.১৬	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যথাসময়ে প্রতিবেদন প্রেরণ ।	ডিজি, বিআর জানান যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ অন্যান্য কার্যালয়ে প্রেরিত পাক্ষিক/মাসিক প্রতিবেদনসমূহ যথাসময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রতি মাসের ০১ তারিখের মধ্যে পাক্ষিক/মাসিক প্রতিবেদনসমূহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। তা ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিতব্য পত্রসমূহ নির্ভুল তথ্যসহ পাঠাতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.১৭	শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি।	ডিজি, বিআর জানান যে, সিদ্ধান্ড় অনুযায়ী প্রতি কার্য দিবসে বাংলাদেশ রেলওয়ের অভিযোগ বক্স খোলা হয় (২৪-০৩-২০১৬ পর্যন্ড়) গত ২৪-০৩-২০১৬ তারিখে একটি অভিযোগ পত্র পাওয়া গিয়েছে। অভিযোগ পত্রটি দাখিল করেছেন জনাব ১। জনাব মোঃ দোলন, পিতা-মৃত মোঃ মাহফুজ মিয়া, সাং-বিরিঞ্চি, থানা ও জেলা-ফেনী (কৃষি জমি লিজকারী) ২। জনাব মোঃ মাসুম ভূঞাঁ, পিতা- মোঃ জয়নাল আবেদিন ভূঞাঁ, সাং-বৃরিঞ্চি, থানা ও জেলা-ফেনী (কৃষি জমি লিজকারী) ৩। জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, পিতা-মৃত-ছেরাজুল হক, সাং-বিরিঞ্চি, থানা ও জেলা-ফেনী (কৃষি জমি লিজকারী)। অভিযোগটি জমি লীজ নেয়া সংক্রান্ড়। অভিযোগের বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।	(১) মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ প্রতিদিন একবার অভিযোগ বক্স চেক করবেন। (২) প্রতি সভায় সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের অভিযোগ সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং এ সম্পর্কে গৃহীত ব্যবস্থাদি আলাদাভাবে সভায় উপস্থাপন করবেন। (৩) মন্ত্রণালয়ে/অধিদপ্তরে পত্রের মাধ্যমে প্রেরিত অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নিতে হবে এবং রিপোর্টে উল্লেখ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম-সচিব(প্রশাসন) রেলপথ মন্ত্রণালয় ৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এমএন্ডসিপি) বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.১৮	তথ্য অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত পেপার কাটিং এর ওপর গৃহীত ব্যবস্থা ।	ডিজি, বিআর জানান যে, মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পেপার কাটিংসমূহ সংশিণ্টষ্ট দপ্তরে প্রেরণপূর্বক প্রতিবেদনসহ জবাব প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। ইতোমধ্যে মোট ২৭ টি পেপার কাটিং এর বিষয়ে যথাযথ মাধ্যমে রেলপথ মন্ত্রণালয় মতামত প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট বিষয়ে সংশিণ্টষ্ট দপ্তর সমূহ হতে উক্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	(১) পেপার কাটিং এর নিউজের বিষয়ে গুরুত্ব অনুযায়ী দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অধিক সংখ্যক পেপার কাটিং পেয়ে থাকলেও জনগুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২) এ মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা নিয়মিত মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থিত থাকবেন।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। জনসংযোগ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		(গ) বিবিধ		
৪.১৯	কে. পি. আই	ডিজি, বিআর জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের কে. পি. আই হিসাবে চিহ্নিত স্থাপনাসমুহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।	(১) বাংলাদেশ রেলওয়ের কে.পি.আই হিসেবে চিহ্নিত যে সকল স্থাপনা রয়েছে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। ডিআইজি, রেলওয়ে রেঞ্জ।
৪.২০	নির্ধারিত সময়সূচি অনুসারে ট্রেন পরিচালনা, কন্টেইনার পরিবহণ ও অন্যান্য বিষয়।	ডিজি, বিআর জানান যে, (১) আন্ড়ঃনগর মেইল এক্সপ্রেস ও লোকাল ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার ফেব্রুয়ারি/২০১৬ মাসে যথাক্রমে ৯১.৫০%, ৮০%, ৮৫.৫০% । জানুয়ারি/২০১৬ মাসে আন্ড়ঃনগর, মেইল এক্সপ্রেস ও লোকাল ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার ছিল যথাক্রমে ৮৯.৫%, ৭৭.৫০%, ৮৬% । সম্প্রতি টঙ্গী-ভৈরববাজার ডাবল লাইন উদ্বোধনের ফলে ট্রেন সমূহের সময়ানুবর্তিতার হার বেড়েছে। বর্তমান বাংলাদেম রেলওয়েতে স্টেশন মাস্টারের শূন্য পদ পূরণ হলে এবং বিদ্যমান গতি নিয়ন্ত্রণাদেশের সংখ্যা কমিয়ে আনা হলে সার্বিক সময়ানুবর্তিতার হার আরো উন্নত করা সম্ভব হবে। (২) বর্তমানে জ্বালানী তেল পরিবহনের চাহিদা পাওয়ার সাথে সাথে ওয়াগন সরবরাহ ও পরিবহনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত আছে। (৩) কন্টেইনার পরিবহনের প্রাতি গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকবে। বর্তমানে ফেব্রুয়ারি/২০১৬ মাসে মোট ১১৩টি কন্টেইনার ট্রেনের মাধ্যমে ৬২৭৬ TEUs পন্য পরিবহন করা হয়। বিগত জানুয়ারি/২০১৬ মাসে মোট ১২১টি কন্টেইনার ট্রেনের মাধ্যমে ৬৬৫৮ TEUs পন্য পরিবহন করা হয়েছিল।	(১) উভয় অঞ্চলের আন্তঃনগর ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার কমপক্ষে ৮৫% এ উন্নীত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) যৌথভাবে সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে চাহিদা মোতাবেক সার ও জ্বালানি পরিবহনণ নিশ্চিত করবেন। (৩) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে কন্টেইনার পরিবহণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। (৪) মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব/পশ্চিম) গত ০৩ (তিন) মসের ট্রেনের নিয়মানুবর্তিতার হার আগামী সভায় উপস্থাপন করবেন।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব/পশ্চিম)। ৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৬। যুগ্ম-মহাপরিচালক (প্রকৌশল), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৭। যুগ্ম-মহাপরিচালক (মেকানিক্যাল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.২১	জিআইবিআর ।	ডিজি,বিআর জানান যে, (১) রেলওয়ের পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে সংস্কার প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান PwC একটি Draft Report পেশ করেছে যার উপর গত ১১-০৩-২০১৫ই তারিখে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি Presentation এবং Discussion সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ বিষয়ে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের জনপ্রশাসন-১ শাখার পত্র নং-৫৪.০০.০০০০. ০০৭.১৮.০২২.১৪.১১১১,তারিখ- ০৯/০৪/ ২০১৫ ইং এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় এবং তদানুযায়ী প্রয়োজনীয় কাজ চলছে। গত ২১ মার্চ/২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ রেলওয়ের জনবলের উপর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান PwC একটি Draft Final Report পেশ	(১) রেলওয়ে পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধির দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । (২) জিআইবিআর নিয়মিত পরিদর্শন অব্যাহত রাখবেন। বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের হার বাড়াতে হবে এবং মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। সরকারী রেলওয়ে পরিদর্শক, রেলওয়ে পরিদর্শন অধিদপ্তর।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		করেছে। রেলওয়ের পরিদর্শন অধিদপ্তরের ক্ষেত্রে Railway Act 1890 সংশোধন হওয়ার পর জনবল বৃদ্ধির বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। (২) জিআইবিআর জানান যে, নিয়মিত মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে পরিদর্শন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।		
৪.২২	টাস্কফোর্সের কার্যক্রম	ডিজি,বিআর জানান যে, (৩) ট্রেনের ভিতর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও সীট কভার, টয়লেট প্রতিনিয়ত পরিস্কার করা হচ্ছে। ফেব্রুয়ারি/১৬ মাসে পূর্বাঞ্চলে মোট ৫৬৯ টি এবং পশ্চিমাঞ্চলে বিজিতে ২৮৮ টি ও এমজিতে ৬০ টি কোচের ফিউমিগেশন করা হয়েছে। এসএসএই/টিএক্সআর এবং টিএক্সআর গণ কে আন্তঃনগর ট্রেনসহ সকল ট্রেনের পরিস্কার পরিছন্নতা এবং সম্মানিত সাধারণ যাত্রীগণ যাতে স্বাচ্ছন্দে ভ্রমণ করতে পারেন সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সুষ্ঠুভাবে পালন করা হচ্ছে। আন্তঃনগর ট্রেনসমূহের চেয়ার পরিবর্তন/ মেরামত কাজ অব্যাহত রয়েছে। (৪) ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নে সংশিণ্টষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে প্রতি মাসে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়াও ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নে ঘন ঘন কর্মকর্তা/পরিদর্শকগণের সমন্বয়ে পরিদর্শন জোরদার করা হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারি/২০১৬ মাসে সর্বমোট ১১ টি খাবার গাড়ী পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে জরিমানা আরোপসহ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।	(১) টাস্কফোর্স নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবেন। (২) টাস্কফোর্সের প্রদত্ত সুপারিশসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। (৩) বাংলাদেশ রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে যাত্রীবাহী ট্রেনের রেকের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও চেয়ার পরিবর্তন/মেরামত এর বিষয়ে সাপ্তাহিক ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। (৪) ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নে টাস্কফোর্স তাৎক্ষণিক পরিদর্শন করে প্রতিবেদন প্রদান করবে এবং এর ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক, (আরএস/আই/অপারেশন, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। যুগ্ম-সচিব(ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৪। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার(পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সকল) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.২৩	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন।	ডিজি, বিআর জানান যে, আগামী ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। (২) বার্ষিক কর্মস্পাদন চুক্তিতে উলেণ্টখিত নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।	আগামী ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। (২) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে উল্লিখিত নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪.২৪	বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজস্ব আদায়।	ডিজি, বিআর জানান যে, (১) স্টেশন দিয়ে বিনা টিকেটে যাতে কেউ ঢুকতে না পারে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। (২) বিনা ভাড়ায় ভ্রমণকারীদের ভাড়া আদায়/জরিমানার জন্য অধিক সংখ্যক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার জন্য ইতোমধ্যেই জোনাল পর্যায়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। (৩) ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে যাত্রী, মালামাল/পার্শ্বেল, ভূ-সম্পত্তি ও অন্যান্য উৎস হতে ৮৯১.২৮ কোটি টাকা আয় হয় এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের ডিসেম্বর/২০১৫ পর্যন্ড় ৬ মাসে ৪৭১.২৩ কোটি টাকা আয় হয়।	(১) স্টেশনে বিনা টিকিটে যাতে কেউ ঢুকতে না পারে এ বিষয়ে আাধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ ব্যবস্থা করতে হবে। (২) বিনা ভাড়ায় ভ্রমণকারীদের ভাড়া আদায়/জরিমানার জন্য অধিক সংখ্যক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। (৩) সমন্বয় সভায় নিয়মিত রাজস্ব আদায়ের হালনাগাদ তথ্য পেশ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। মহাব্যবস্থাপক (পর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (সকল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.২৫	বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মচারীদের নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরিধান ।	ডিজি,বিআর জানান যে, (১) ইউনিফরম প্রাপ্ত কর্মচারীদের -কে কর্মক্ষেত্রে পরিধান করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এবং পরিপালন করা হচ্ছে। (২) বিধি মোতাবেক কর্মচারীদের ইউনিফরম বরাদ্দ দেয়া চলামান আছে। (৩) বিধি/পরিপত্র অনুযায়ী কর্মচারীগণকে ধোলাই ভাতা প্রদান করা হয়।	(১) বাংলাদেশ রেলওয়ে যে সকল কর্মচারীদের ইউনিফর্ম আছে তাদের তা কর্মক্ষেত্রেও পরিধান করা বাধ্যতামূলক করতে হবে। (২) বিধি মোতাবেক কর্মচারীদের ইউনিফর্ম বরাদ্দ দিতে হবে। (৩) কর্মচারীদের ধোলাই ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.২৬	বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমির কার্যক্রম।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভায় জানান যে, গত ১৫.০৩.১৬ তারিখে রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমী, চট্টগ্রাম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন প্রতিবেদনে বেশ কিছু সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। যথা উক্ত প্রশিক্ষণ একাডেমীর রেক্টর এর নিয়মিত পদ সৃজন, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম এর ব্যবস্থা করা এবং প্রশিক্ষণার্থীদের অবস্থানস্থল ডরমেটরীর মান উন্নয়ন করা ইত্যাদি। সভাপতি এ সকল সুপারিশের সাথে একমত পোষণ করেন এবং মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে এ বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন।	(১) বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমীতে চলমান প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা/প্রশিক্ষণসূচী বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রতি মাসে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। (২) রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমী, চট্টগ্রামে রেক্টর এর নিয়মিত পদ সৃজনের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। (৩) প্রশিক্ষণ কক্ষসমূহ মাল্টিমিডিয়ায় রূপান্তরকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৪) প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন সুবিধার মান উন্নয়ন করতে হবে। (৫) উপযুক্ত প্রশিক্ষক পদায়নসহ বাইরের রির্সোস পারসনদের দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৭) ভবিষ্যতে নিয়োগকৃত সহকারী স্টেশন মাস্টারদের জন্য সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি করতে হবে। (৮) প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণের মধ্যে যারা প্রশিক্ষণে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করবে, তাদেরকে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে প্রেরণের প্রণোদনা দেয়ার বিধান রাখতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয় । ৩। রেক্টর, বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমী, চট্টগ্রাম।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪.২৭	জাতিসংঘ ঘোষিত SDG বাস্তবায়ন ।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা) সভায় জানান যে, জাতিসংঘ ঘোষিত SDG বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) ফোকাল পয়েন্ট টিম এসডিজির সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করছে। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং কয়েকটি সভা করা হয়েছে। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের খসড়া কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) প্রণয়ন করা হয়েছে। মুখ্য সচিব মহোদয়ের ডি ও পত্রের নির্দেশনা অনুসারে SDG Action Plan সমন্বয় সভায় অন্তর্ভুক্ত করে নিয়মিতভাবে তা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। সভাপতি মহোদয়ে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের Action Plan বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সকল পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	জাতিসংঘ ঘোষিত SDG বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতকৃত Action Plan বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা) এ বিষয়ে তত্ত্বাবধান করবেন।	১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.২৮	বাংলাদেশ রেলওয়ের বাসাসমূহ সাব-লেট প্রদানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ	সভাপতি বাংলাদেশ রেলওয়ের বাসাসমূহে অতিরিক্ত সময় অবস্থান এবং সাব-লেট প্রদানের কারণে সৃষ্ট সমস্যা সমূহের বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি নিয়মবহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত সময় রেলওয়ের সরকারী বাসায় অবস্থান এবং কর্মচারীগণ কর্তৃক সাব-লেট প্রদানের বিরুদ্ধে তদন্তপূর্বক তালিকা প্রণয়ন করে উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	অতিরিক্ত সময় অবস্থান এবং সাবলেট প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে তদন্ত পূর্বক তালিকা করে উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। অতিরিক্ত মহাপরিচালক(আই) বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। পরিচালক(প্রকৌশল) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.২৯	দর্শনার্থী পাস ইস্যুকরণ	উপ-সচিব(প্রশাসন) সভার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান যে, ইদানীং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, দর্শনার্থী পাস ব্যতীত কোন কোন দর্শনার্থী মৌখিক নির্দেশনায় রেলভবনে প্রবেশ করছে, যা নিরুৎসাহিত করা প্রয়োজন।	সকল প্রাধিকার প্রাপ্ত কর্মকর্তা দর্শনার্থীদের জন্য নির্ধারিত পাস ইস্যু করবেন।	রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রাধিকার প্রাপ্ত সকল কর্মকর্তা ।
৪.৩০	মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন বাংলাদেশ রেলওয়ের এমন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তালিকা প্রণয়ন ও ইতিহাস সংরক্ষণ।	সভাপতি মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন এমন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তালিকা প্রণয়নপূর্বক ইতিহাস সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে অনুরোধ করেন।	মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তালিকা প্রণয়নসহ সকল অবদানের ইতিহাস সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

০৫। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন)
সচিব